45651 - জুমার খোতবার সময় চুপ থাকা ও কথা বলার বিধান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি জুমার নামাযে উপস্থিত হলাম। যখনি কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করেন তিনি সালাম দেন; অন্য মুসল্লিরা সালামের উত্তর দেয়। এমন কি যারা কুরআন শরিফ পড়েন তারাও উত্তর দেন। এরপর যখন খোতবা শুরু হল তখনও কিছু কিছু মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিলেন। ইমাম সাহেব নিম্নস্বরে তাদের সালামের জবাব দিলেন। এটা করা কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

জুমার নামাযে উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর নীরবতা পালন করে ইমামের খোতবা শুনা ফরজ। অন্যের সাথে কথা বলা নাজায়েয। এমনকি সে কথা যদি অন্যকে চুপ করানোর জন্যে হয় সে কথাও। যে ব্যক্তি এমন কিছু করল সে অনর্থক কাজ করল। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করল তার জুমা নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জুমার দিন ইমাম খোতবাদানকালে আপনি যদি পাশের কাউকে বলেন:‘চুপ থাকুন’ তাহলে আপনি জুমার সওয়াব নষ্ট করে দিলেন।” [সহিহ বুখারি (৮৯২) ও সহিহ মুসলিম (৮৫১)]

এই নিষেধাজ্ঞা শরিয়ত অনুমোদিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানকেও অন্তর্ভুক্ত করবে; অন্য দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে তো করবেই।

আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসে মানুষের উদ্দেশ্যে খোতবা দিচ্ছিলেন। তিনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আমার পাশে ছিল উবাই ইবনে কাব। আমি তাঁকে বললাম: উবাই; এ আয়াতটি কখন নাযিল হয়েছে? তিনি আমার সাথে কোন সাড়া দিলেন না। আমি এরপরেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তারপরেও তিনি কোন সাড়া দিলেন না। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিম্বার থেকে নামলেন তখন উবাই আমাকে বললেন: তুমি যে অনর্থক কথা বলেছ সেটা ছাড়া তুমি জুমার কোন সওয়াব পাবে না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

যখন নামায শেষ করলেন তখন আমি তাঁর কাছে এসে বিষয়টি জানালাম: তখন তিনি বললেন, উবাই ঠিক বলেছে। যখন ইমাম কথা বলা শুরু করে তখন ইমাম কথা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকবে”।[মুসনাদে আহমাদ (২০৭৮০), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১১১), আল-বুসিরি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, অনুরূপভাবে আলবানীও ‘তামামুল মিল্লাহ’ গ্রন্থে (৩৩৮) সহিহ বলেছেন]

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, জুমার দিন ইমামের খোতবাকালে নিরবতা পালন করা ফরজ এবং কথা বলা হারাম।

ইবনে আব্দুল বার বলেন:

ফিকাহবিদদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, যে ব্যক্তির কানে খোতবার শব্দ পৌঁছে তার উপর চুপ থাকা ফরজ।[আল-ইসতিযকার (৫/৪৩)]

খোতবার সময় চুপ থাকার হুকুম উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে রুশদ বলেন:

যারা বলেন, ‘জুমার খোতবা চলাকালে চুপ থাকা ফরজ নয়’ আমি তাদের মতের পক্ষে কোন ওজুহাত পাই না। তবে তারা যদি মনে করেন যে, এ নির্দেশটি কুরআনের আয়াতের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন: “যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন কুরআন শুন এবং চুপ থাক”[সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৪] এর মানে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর জন্য চুপ থাকা ফরজ নয়। তবে এ ধরণের দলিল দুর্বল। আল্লাহই ভাল জানেন। অধিক সম্ভাবনা হচ্ছে- এ মতের প্রবক্তাদের নিকট হাদিসটি পৌঁছেনি।[বিদায়াতুল মুজাতাহিদ (১/৩৮৯) থেকে সমাপ্ত]

এ বিধান থেকে বাদ পড়বে- প্রয়োজনে কিংবা কল্যাণার্থে ইমামের সাথে কথা বলা এবং মোক্তাদিদের সাথে ইমামের কথা বলা।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় একদিন নবী সাল্লালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কাতর। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন তিনি দুই হাত তুললেন...। তাঁর দুআর ফলে সেদিন বৃষ্টি নামল, এর পরের দিনও বৃষ্টি হল, এর পরের দিন, এর পরের দিনও বৃষ্টি হল, পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। সেই জুমাতে একই বেদুইন অথবা অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে। সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন তিনি দু হাত তুললেন...[সহিহ বুখারী (৮৯১) ও সহিহ মুসলিম (৮৯৭)]

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দনি খাতেবাদানকালে এক ব্যক্তি (নামাযে) এল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাক লক্ষ্য করে বললনে: ওহে অমুক, তুমি কি নামায পড়ছে? সে বলল: না। তনিি বললনে: দাঁড়য়িে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও।[সহহি বুখারী (৮৮৮) ও সহহি মুসলমি (৮৭৫)]

যারা এ ধরণরে হাদসিগুলো দয়িে মুসল্লদিরে পারষ্পারকি কথা বলা জায়যে হওয়া কংিবা নরিবতা পালন করা ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে দললি দনে তাদরে অভমিত সঠকি নয়।

ইবনে কুদামা বলনে:

তারা যে হাদসিগুলো দয়িে দললি দনে সে হাদসিগুলো কোনটি ইমামরে সাথে কথা বলার সাথে খাস; আর কোনটি মুসল্লরি সাথে ইমামরে কথা বলার সাথে খাস। এতে করে খাতেবা শুনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জজ্ঞিসে করনে য,ে তুমি কি নামায পড়ছে? সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রশ্নরে জবাব দনে। অনুরূপভাবে উসমান (রাঃ) খাতেবা প্রদানকালে উমর (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলে তনিি প্রশ্নরে জবাব দনে। তাই এ ধরণরে হাদসিগুলোকে এ অর্থে গ্রহণ করা অনবিার্য; যাতে করে সবগুলো হাদসিরে মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। অন্য কোন অবস্থাকে এর উপর কয়িাস করা সহহি হবে না। কারণ খাতেবা প্রদানকালে তো ইমামরে অন্য কোন কথা বলার সুযোগ নইে; যমেনটি মোক্তাদদিরে সুযোগ আছ।ে[সমাপ্ত; আল-মুগনি (২/৮৫)]

পক্ষান্তর,ে খাতেবা চলাকালে হাঁচরি উত্তর দয়ো ও সালামরে জবাব দয়োর মাসয়ালায় আলমেগণ মতানক্যৈ করছেনে।

ইমাম তরিমযি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসি "যদি আপনি আপনার পাশরে লোককে বলনে..." বর্ণনা করার পর বলনে: সালামরে জবাব দয়ো ও হাঁচরি উত্তর দয়োর ব্যাপারে আলমেগণ মতানক্যৈ করছেনে। কোন কোন আলমে জুমার খাতেবা চলাকালে সালামরে জবাব দয়ো ও হাঁচরি উত্তর দয়োর ব্যাপারে ছাড় দনে। এটি ইমাম আহমাদ ও ইসহাকরে অভমিত। তাবয়ৌদরে মধ্যে কছিু আলমে ও অন্যান্য কছিু আলমে একে মাকরূহ বলছেনে। এটি ইমাম শাফয়ৌর অভমিত।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া সমগ্রতে (৮/২৪২) এসছে:

আলমেগণরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী, খাতেবা চলাকালে হাঁচরি উত্তর দয়ো ও সালামরে জবাব দয়ো জায়যে নয়। কনেনা হাঁচরি উত্তর ও সালামরে জবাব কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। হাদসিরে সাধারণ ভাবরে দললিরে ভত্তিতিে খাতেবা চলাকালে সব ধরণরে কথা বলা নষিদ্ধি।

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রতে (৮/২৪৩) আরও এসছে-

ইমাম খোতবা প্রদানকালে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবশে করে যদি খোতবার শব্দ শুনা যায় তাহলে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে সালাম দেয়া জায়েয নেই। আর যারা মসজিদে আছে ইমামের খোতবা চলাকালে তাদের পক্ষ থেকেও সালামের জবাব দেয়া জায়েয নয়।

ফতোয়া সমগ্রতে (৮/২৪৪) আরও এসছে-

জুমারদনি খতীবরে খোতবা চলাকালে কথা বলা জায়ে নয়; তবে উদ্ভূত কোন বিষয়ে খতীবরে সাথে কথা বলতে হলে সেটো জায়েয আছে।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলনে:

জুমার খোতবা চলাকালে সালাম দেয়া হারাম। অতএব, ইমামের খোতবা চলাকালে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবশে করল তার জন্য সালাম দেয়া জায়েয নয় এবং অন্যদের সে সালামের উত্তর দেয়াও জায়েয নয়।[বিনি উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র (১৬/১০০)]

শাইখ আলবানী বলনে:

কাউকে এ কথা বলা যে, ‘চুপ থাকুন’ আভিধানিক অর্থে অনর্থক কথা নয়। কারণ এটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে অনর্থক কথা ও নাজায়েয হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খোতবাকালে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা ‘খোতবা শুনার জন্য নীরবতা পালন’কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এটাকে অনর্থক কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যেসব কাজ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের সমপর্যায়ভুক্ত সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। আর যদি সমপর্যায়ভুক্ত না হয়ে নিম্নপর্যায়ের হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সেটি শরয়িতের দৃষ্টিতে অনর্থক ও নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।[আল-আজউয়িবা আন-নাফিআ (পৃষ্ঠা-৪৫)]

সারকথা:

জুমাতে উপস্থিত মুসল্লিদের উপর চুপ থেকে ইমামের খোতবা শুনা ফরজ। ইমাম খোতবা প্রদানকালে কথা বলা নাজায়েয। তবে দলিলের ভিত্তিতে যে কয়টি বিষয় এ বিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে না সেগুলো ছাড়া; যেমন- খতিবের সাথে কথা বলা, কিংবা খতিবের কথা জবাব দেয়া, কিংবা কোন অন্ধকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার মত জরুরী কোন বিষয় ঘটলে।

ইমামকে সালাম দেয়া ও ইমামের পক্ষ থেকে সালামের জবাব দেয়া এ নিষিদ্ধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ইমামের সাথে কথা বলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে কোন প্রয়োজন কিংবা কল্যাণের স্বার্থে; এর মধ্যে সালাম দেয়া পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন তাঁর রচিত 'আল-শারহুল মুমতি' (৫/১৪০) গ্রন্থে বলেন:

কোন কল্যাণের স্বার্থ ছাড়া ইমামের অন্য কোন কথা বলা নাজায়েয। কথা বললে সেটা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কল্যাণের স্বার্থে কিংবা যে বিষয়ে তখন কথা বলাটা ভাল এমন কিছু হতে হবে। এমন কোন কল্যাণের বিষয় না হলে ইমামের কথা বলা নাজায়েয।

আর কোন প্রয়োজনের স্বার্থে কথা বলা আরও অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজনের মধ্যে পড়বে- শ্রোতা খোতবার কোন একটি বাক্য বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করা। কিংবা খতিব কোন একটি আয়াতে এমন ভুল করলেন যা অর্থকে বিকৃত করে দেয় এক্ষেত্রে খতিবকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

কল্যাণের মর্যাদা প্রয়োজনের নিচে। কল্যাণের মধ্যে পড়বে- মাইক্রফোনে যদি সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ইমাম ইঞ্জিনিয়ারকে বলতে পারেন: 'দেখুন তো মাইকে সমস্যা কি?'[সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।